সম্পাদকীয় ভূমিকা

সর্বজনকথা দশম সংখ্যা যখন বের হচ্ছে তখন দুনিয়া জুড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আলোচনার কেন্দ্রে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের মনোনয়নই ছিলো অনেকের কাছে বড় বিস্ময়, নির্বাচিত হওয়া আরও বেশি। এরকম স্পষ্ট 'অপর'বিদ্বেষী, অশ্বেতাঙ্গ অখ্রীষ্টান অপুরুষ অব্যবসার প্রতি খড়গহস্ত কেউ যখন অনেক ধাপ পার হয়ে সরকার প্রধানের পদ পর্যন্ত পৌছায় তখন তা থেকে সমাজেরই চিত্র প্রকাশিত হয়। তার অনুসন্ধান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রকাশিত আরেকটি লক্ষণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবারই প্রথম মূলধারার নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে বার্ণি স্যান্ডার্স একচেটিয়া পুঁজি, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবিরোধী কথা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেছেন এবং বিপুল সমর্থনও পেয়েছেন। বার্ণি স্যান্ডার্সও আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। তাঁর পেছনে বড় প্রভাব আছে 'আমরা ৯৯%' শিরোনামে গত কয়েক বছরের চিন্তা ও আন্দোলনের।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা, ক্ষমতার বিন্যাস ও রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র ইত্যাদিতে অনেক নতুন উপাদান ও বাঁক-বদলের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র, সহিংসতা, উগ্র জাতি-ধর্ম-বর্ণবিদ্বেষ ও রক্ষণশীলতার পাশাপাশি বৈশ্বিক সংহতি নিয়ে এসবের মোকাবিলার তৎপরতাও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের ইচ্ছা ছিলো এসব বিষয় নিয়ে এই সংখ্যায় আমরা বিভিন্ন বিশ্লেষণ প্রকাশ করবো। যদি শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সর্বজনকথার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় তাহলে আগামী সংখ্যায় এবিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ থাকবে।

এই সংখ্যায় বরাবরের মতো 'সাম্প্রতিক ঘটনাবলী'তে থাকছে গত কয়েক মাসের উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ের পর্যালোচনা। এর মধ্যে আছে – সুন্দরবন আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক হামলা, পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন, উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ, শ্রমিক ও শিক্ষক নিরাপত্তার বিষয়। এছাড়াবাংলা একাডেমি ও অমর একুশে বইমেলা নিয়ে প্রকাশিত হলো এটি বিশেষ লেখা যেখানে এর ইতিহাস ও প্রত্যাশার বিপরীতে বর্তমান অবস্থায় অধ:পতনের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আরেকটি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' শীর্ষক ভিন্ন প্রবন্ধে।

গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের নিজেদের ভূমি উদ্ধারের রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। উন্নয়ন নামে রাষ্ট্রের ভূমিগ্রাসী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানি তৈরি করে হামলা চালানো হয়েছে গরীব সাঁওতাল মানুষদের ওপর। পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা যৌথভাবে আগুন দিয়েছে তাদের ঘরে। গুলি করে পিটিয়ে হত্যা করেছে। জেলা প্রশাসন ও সরকারি দলের নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই খুন-দখল-সন্ত্রাসে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে। 'চিনিশিল্প ও আখচাষ:গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ভূমি উদ্ধারের লড়াই' শীর্ষক বিশেষ প্রবন্ধে গাইবান্ধায় রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিশিল্পের ভূমি ব্যক্তিগত খাতে দখলের নানা পর্ব অনুসন্ধানের পাশাপাশি সাঁওতালদের নিজেদের ভূমি উদ্ধার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের ভাঙড়েও জমির আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়েছে। সেখানেও আন্দোলনকারীদের গুলি করে খুন করা হয়েছে। এই আন্দোলনের ওপরও একটি লেখা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

জিডিপি নিয়ে উচ্ছ্বাস বর্তমান উন্নয়ন ধারার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আসলে জিডিপি দিয়েই কি উন্নয়ন পরিমাপ করা সম্ভব? জিডিপি কি আড়াল করে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়? জিডিপি কোন ধরনের উন্নয়ন সামনে আনে, তার বিপদ ও ঝুঁকি কী? এসব বিষয় নিয়েই বিশ্লেষণ আছে 'জিডিপি: উচ্ছ্বাস ও বাস্তবতা' লেখায়। উন্নয়ন ধরনের সাথে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ নীতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। 'সুপারপাওয়ার' হবার লক্ষ্য নিয়ে যখন ভারত উন্নয়ন ধারা তৈরি করছে তখন সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অবস্থা কী? এই বিষয়টিই ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের বিজ্ঞানী লেখক সৌম্য দত্ত।

মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ ও ভারত নিজ নিজ বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেছে। 'ভারতের পলিসি বনাম বাংলাদেশের মাস্টার প্ল্যান' শীর্ষক লেখায় এই দুইয়ের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আপাদমস্তক পরনির্ভরশীলতা ও মহাবিপদের ঝুঁকি নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ চালাচ্ছে সরকার। 'কোনো ক্ষতি হবে না' শোনা গেলেও প্রয়োজনীয় সব তথ্য আড়ালেই থাকছে। উন্নয়ন আর গৌরবের নামে বিপুল ঋণ, ভয়ংকর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে। 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ লেখায় তথ্য বিশ্লেষণসহ সেই বিষয়টিই উপস্থিত করা হয়েছে।এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা থাকছে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানী, বেইজ লোড এবং ব্যাটারি জটিলতা' শিরোনামে। নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ নিয়ে বিশ্বজুড়ে অবিশ্বাস্য উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে সরকার ও কিছু 'বিশেষজ্ঞের' মুখে আমরা শুনছি এবিষয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরা কথা, তোলা হচ্ছে নানা প্রশ্ন। শিক্ষা, গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখক এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন।

বিশাল জনপ্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এশিয়া এনার্জি (পরিবর্তিত নাম জিসিএম) ফুলবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো ২০০৬ সালে। কিন্তু এই ভুইফোঁড়, খুনি ও জালিয়াত কোম্পানি বছরের পর বছর লন্ডনের শেয়ারবাজারে ফুলবাড়ী খনি দেখিয়ে ব্যবসা করছে। তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার ওপর একটি রিপোর্ট 'ফুলবাড়ী ও জিসিএম: লন্ডনে শেয়ারহোল্ডারদের সভায় মিথ্যাচার' থেকে লন্ডন শেয়ার মার্কেটে তাদের ব্যবসা, সরকারের সাথে যোগাযোগ ও মিথ্যাচারের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। (ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থান নিয়ে একাধিক লেখার জন্য দেখুন, সর্বজনকথা, আগষ্ট ২০১৬ সংখ্যা)।

এছাড়া আমাদের ফিদেল-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'ভারতীয় বস্তুবাদের উত্তরাধিকার' ও 'ইলিয়াস-মহাশ্বেতা কথোপকথন' এর সর্বশেষ কিস্তি প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়।

আনু মুহাম্মদ
৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬